দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

পরীক্ষা	কুমিল্লায় পাস	সকল বোর্ডের গড় পাস
এইচএসসি	৪৯.৫২	৬৮.৯১
এসএসসি	৫৯.০৩	৮০. ৩৫
জেএসসি	৬২.৮৩	৮৩.৬৫

কুমিল্লায় ফল বিপর্যয় যে কারণে

■ নিজামুল হক

শুধুমাত্র গত শনিবার প্রকাশিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলেই নয়; কুমিল্লা বোর্ডে সর্বশেষ এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলেও বিপর্যয় হয়েছে। টানা তিনটি পাবলিক পরীক্ষায় কেন ফল খারাপ হলো তা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। যারা পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন ও খাতা মূল্যায়ন করেছেন তারা বলছেন ভিন্ন কথা। তাদের বক্তব্য, এটাকে বিপর্যয় বলা যাবে না। এটাই প্রকৃত চিত্র। এটা সারা দেশের শিক্ষার চিত্র। স্বচ্ছতা ও নীতির মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া এবং খাতা মূল্যায়নের কারণে এই ফল। যদি সারা দেশে একই নীতি মেনে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো, তাহলেও সার্বিক ফল এমনটাই হতো।

এবার জুনিয়র স্কুল সার্টিফেকট পরীক্ষায় ৮ বোর্ডে গড় পাসের হার ৮৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ। সেখানে কুমিল্লা বোর্ডে পাস করেছে ৬২ দশমিক ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। মোট ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৫৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে ৯৭ হাজার ২৯৭ জন শিক্ষার্থী ফেল করেছে। ইংরেজিতে ফেল করেছে ৭৬ হাজার ৬৮১ জন এবং গণিতে ফেল করেছে ৪৫ হাজার ৯১৫ জন শিক্ষার্থী। তাই ফল প্রকাশের পর কুমিল্লাজুড়ে উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি। হতাশা দেখা গেছে ঘরে ঘরে, স্কুলে স্কুলে। ক্ষুব্ধ হয়েছেন অভিভাবকরা।

এসএসসিতে দশ বোর্ডে গড় পাসের হার ৮০ দশমিক পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

কুমিল্লায় ফল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৩৫ শতাংশ হলেও কুমিল্লায় পাসের হার ছিল মাত্র ৫৯ দশমিক ০৩ শতাংশ। গত বছরের পাসের হারের চেয়ে ২০ শতাংশ কম। কুমিল্লা বোর্ডে ১ লাখ ৮২ হাজার ৯৭৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ৮ হাজার ১১ জন। ফেল করে ৭৪ হাজার শিক্ষার্থী। কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে এইচএসসির ফলও ছিল অভিন্ন। দশ শিক্ষাবোর্ডে পাস করে ৬৮ দশমিক ৯১ শতাংশ শিক্ষার্থী। অথচ কুমিল্লা বোর্ডের অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী ফেল। পাস করে ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। এই বোর্ডে এবার ১ লাখ ৩৭২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাস করে ৪৯ হাজার ৭০৪ জন। ফেল করে ৫০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী।

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের গণিত বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক এবং শহীদ আমান উল্লাহ পাবলিক স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, কুমিল্লা বোর্ড খাতা মূল্যায়নে স্বচ্ছতা এনেছে। এ কারণেই পরীক্ষার এই ফল। এই শিক্ষক মনে করেন, দেশের পরীক্ষার আসল চিত্র কুমিল্লায়। আমরা পাসের হার বাড়ানোর জন্য নয়, শিক্ষার মানের দিকে নজর দিয়েছি। তিনি আরো বলেন, শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, শিক্ষকদেরও দোষ রয়েছে। তারা ক্লাসে পাঠদানে মনযোগী নয়। অনেকেই কোচিংয়ে পড়ায় । এ কারণে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী নয়।

কুমিল্লা বোর্ডের ইংরেজি বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বলেন, অনেক শিক্ষক খাতা মূল্যায়ন করতে পারেন না। কেউ কেউ ফেল করা শিক্ষার্থীকে পাস করিয়ে দেয় আবার কেউ ৮৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ৬৫ নম্বর দেয়। এটা এবার হয়নি। এবার খাতা দেখায় স্বচ্ছতা ছিল। আমরা সংখ্যায় বিশ্বাসী নই, মানে বিশ্বাসী। বেশি পাস করলো কিন্তু উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পেল না, এত বেশি পাস করে কী লাভ? কুমিল্লার এই ফলকে বিপর্যয় বলা যাবে না। এটাই প্রকৃত চিত্র।

এই শিক্ষক অন্য শিক্ষকদেরকেও পাঠদানে মনোযোগী হবার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, কুমিল্লায় এমন শিক্ষার্থী আছে যারা কিছু পারে না। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের মধ্যে শূন্য নম্বরও পায় অনেকে। এদের ভালো করতে হলে ভালো শিক্ষক হতে হবে। শিক্ষকদের জানতে হবে। শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। কুমিল্লা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক জামাল নাসের বলেন, শিক্ষকরা দক্ষ নন এবং শিক্ষার্থীদের অবস্থা একই। যারা খাতা মূল্যায়ন করেছেন তাদের কোনো দোষ নেই। তারা স্বচ্ছতার সঙ্গেই খাতা মূল্যায়ন করেছেন। ফল যা এসেছে এটাই শিক্ষার্থীদের মেধার প্রকৃত চিত্র।

বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আব্দুস সালাম বলেন, সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। আগের চেয়ারম্যান প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করেছেন। তাদের বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। শিক্ষার মান উন্নয়নে কীভাবে কাজ করা যায় তা বলেছেন। এ কারণে পাস কমলেও কুমিল্লায় শিক্ষার মান বেড়েছে। এদিকে, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার পরীক্ষার হলে কঠোর ছিল কক্ষ পরিদর্শকরা। বোর্ডের পরামর্শ নিয়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কক্ষ পরিদর্শকদের পরিবর্তন করে দেন। ছিল না নকল করার সুযোগ।

এসএসসি ও এইচএসসির ফল খারাপ হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে কমিটি গঠন করেছিল কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড। ওই প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা, নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করার পরও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া, শিক্ষার্থীদের অতিমাত্রায় ফেসবুকে আকৃষ্ট হওয়াসহ একাধিক কারণ তুলে ধরা হয়।

সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন হলে সারা দেশের পাসের হার কমতো এমন যুক্তির বিরোধিতা করেন বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক। তিনি বলেন, এ বোর্ডে ১ হাজার ৭শ' স্কুল আছে। আমরা শিক্ষার্থীদের মনিটরিং করি। তাদের প্রতি যত্নবান হই। এ কারণে এ বোর্ডে পাসের হার অন্যান্য বোর্ডের চেয়ে বেশি। কুমিল্লা বোর্ডে কেন এত কম নম্বর পেল সেটা বুঝতে পারছি না।